গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ অধিশাখা

স্মারক নং-৪৬.০৪২.০৩২.০২.০০.১৪৯.২০১৩.৩৯৬৪ তারিখ ঃ ২৯ .১০.২০১৫ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ রাজশাহী জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার এর অবসর ছুটি কালিন বেতন ভাতাদিসহ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধের বিষয়ে মতামত প্রদান।

সূত্র ঃ ১) রাজশাহী জেলা পরিষদ কার্যালয়ের স্মারক নং-২০৩, তারিখঃ ২০.৮.২০১৫।
২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২২.১০.২০০৮ তারিখের সম(বিধি-৪)-বিবিধ-৩২/২০০৮-৩৫৬ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অবঃ), জনাব মো: আব্দুল জব্বার ৩০.০৩.২০০৭ তারিখে চাকুরী হতে অবসরে যান। ইতোপূর্বে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তার বিরুদ্ধে মামলা (এফ.আই.আর) দায়ের করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ২৯.০৬.২০১৪ তারিখে তাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয় (সংযুক্তি-১)। সে প্রেক্ষিতে অবসর পরবর্তী ভবিষ্য তহবিলের জমাকৃত অর্থ, ২টি ঈদ বোনাস, প্রদেয় আয় কর এবং অনুতোষিক বাবদ আর্থিক পাওনাদি পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি এ বিভাগে আবেদন করেন। বিষয়টি নিস্পত্তি করে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহীকে অনুরোধ জানানো হয়।

০২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহী জানান যে, জনাব মো: আব্দুল জব্বার ৩০.০৩.২০০৭ তারিখে চাকুরী হতে অবসরে যান। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি, দুনীতি দমন কমিশনে মামলা, জালিয়াতির মাধ্যমে চাকরি গ্রহণ, বিধি বহির্ভুতভাবে পদোন্নতি হওয়ায় তাকে ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক পরিশোধ করা যায়নি। জনাব আব্দুল জব্বার ১৬ বছর ৭ মাস ১২ দিন বয়সে (এসএসসি সার্টিফিকেটে ১৮ বছর দেখিয়ে) স্টোরকীপার পদে প্রথম চাকুরীতে যোগদান করেন। উক্ত পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ, এস, সি হলেও তিনি এস,এস,সি পাশ ছিলেন। ১৯৬৮ সনের জেলা পরিষদ চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী অফিস হিসেবে ৭ বছর চাকুরী করার পর উচ্চমান সহকারী এবং উচ্চমান সহকারী পদে ৫ বছর চাকুরী করার পর প্রধান সহকারী পদে পদোন্নতি পাওয়ার বিধান থাকলেও তিনি উচ্চমান সহকারী পদে চাকুরী না করেই বিধি বহির্ভূতভাবে সরাসরি প্রধান সহকারী পদে পদোন্নতি পান। প্রধান সহকারী পদে ৫ বছর চাকুরী করার পর সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি পাওয়ার বিধান থাকলেও মাত্র ৩ বছর ৯ মাস পরে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে তাঁর পদোন্নতি হয়-যা জেলা পরিষদ চাকুরী বিধিমালা ১৯৬৮ এর চরম লংঘন। তদুপরি স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশমতে ভবিষ্য তহবিলের টাকা নিজস্ব তহবিলের বিধায় ২৮.৪.২০১৫ তারিখে ভবিষ্য তহবিলের সমুদয় ২,৫৭,২৬৬ (দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত ছেষট্টি) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু তার চাকরির শুরু থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন অনিয়ম ও জালিয়াতির মাধ্যমে পদোন্নতি পাওয়ায় আনুতোষিকের পাওনা টাকা পরিশোধের নির্দেশনা দেয়ার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অনুরোধ জানান (সংযুক্তি-২)।

০৩। জনাব আব্দুল জব্বারের অবসর পরবর্তী পাওনাদি পরিশোধের বিষয়ে ২নং সূত্রোক্ত স্মারকে ইতোপূর্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে নিম্নরূপ মতামত প্রদান করা হয়েছিল ঃ

> 'দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে মামলা রুজু হয়ে থাকলে অবসর গ্রহণ আইনের ১০ ধারার বিধান মতে মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অবসরগ্রহণ পাওনাদি পরিশোধের সুযোগ নেই। এছাড়া এরুপ অবৈধ নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদির বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে পাওনাদি পরিশোধের সুযোগ নেই'।

অঃপৃঃদ্রঃ

পূর্বপাতা হতে ঃ

০৪। এমতাবস্থায় রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে দায়েরকৃত মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে বিধায় এক্ষণে তার প্রাপ্য বকেয়া আনুতোষিক প্রদানের বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিধিগত মতামত দেয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২২/১০/১৫

(জুবাইদা নাসরীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৭১৬৯২৭৪
Email-lgzp@lgd.gov.bd

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃঃ আঃ-বিধি-৪ আধিশাখা)

অনুলিপি-জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে ঃ

১। প্রশাসক, জেলা পরিষদ, রাজশাহী।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহী।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৪। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য) ।